দৈনিক সংবাদ

13 JAN 1995

তারিখ 13 JAN 1995
পৃষ্ঠা কলাম

মহানগরীর স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা

নামী স্কুলগুলোতে বাড়তি চাপ

বহু স্কুলে ছাত্রই মেলে না

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

ঢাকা শহরের মাত্র ১২ থেকে ১৫টি নামকরা স্কুলে ভর্তি হবার জন্য হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এ সকল স্কুলের প্রতিটি সিটের জন্য ৫ থেকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতা করছে। এর বাইরে বাকি স্কুলগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না। ঢাকা শহরের ১৭টি সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্যে উল্লিখিত চিত্র পাওয়া গেছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ১টি আসনের জন্য প্রায় ১৪ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ১টি আসনের জন্য প্রায় ২০, ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ১টি আসনের জন্য প্রায় ৫০, ভিকারুননেসা নূন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ১টি আসনের জন্য ২৫, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ১টি আসনের জন্য প্রায় ৯, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় ১টি আসনের জন্য ৫, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজে ১টি আসনের জন্য প্রায় ৭, উদয়ন স্কুলে ১টি আসনের জন্য ৫, মনিপুর স্কুলে ১টি আসনের জন্য ৭ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

শিক্ষার উচুমান এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের সুবাদে এ স্কুলগুলো

ভর্তি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

ভর্তি ঃ ছাত্রই মেলে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকদের মধ্যে বিপুল চাহিদা সৃষ্টি করে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানের জন্য কয়েকটি স্কুলের ফরম কেনেন এবং কাঙ্ক্ষিত স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা চালান। ফলে এ স্কুল-গুলোর ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। বছরের শুরুতেই কাঙ্ক্ষিত স্কুলে ভর্তি হতে না পারলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে। ভাল স্কুলের সংখ্যা কম হবার ফলে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এসব স্কুলে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে, কতিপয় নামকরা বেসরকারি স্কুলে ডোনেশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এসব স্কুলের যে শূন্য আসন থাকে তার অধি-কাংশ পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে পূরণ করা হয়। শূন্য আসনের বাকি অংশ যে সকল অভিভাবক ভাল অংকের ডোনেশন দিতে পারেন তাদের সন্তানদের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এছাড়া এ সকল স্কুলের ভর্তি নিয়ে কিছু অনিয়মের অভিযোগও পাওয়া গেছে।

সূত্র আরও জানায়, সরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার পরও উর্ধ্বতন সরকারি কর্ম-কর্তাদের চাপে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে হয়। এসব স্কুলে ভর্তি নিয়ে অনিয়মের কথা শোনা যায়।

বিভিন্ন ভাল স্কুল থেকে সংগৃহীত তথ্যে জানা গেছে, এ স্কুলগুলোর ওপর চাপ প্রচন্ড।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ল্যাবরে-টরি স্কুল ঃ এ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ২১টি শূন্য আসনের জন্য ৩শ' ৪৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬টি আসনের জন্য ৯৯, চতুর্থ শ্রেণীতে ২টি আসনের জন্য ৫৪, পঞ্চম শ্রেণীতে ৬টি আসনের জন্য ৫২, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৬টি আসনের জন্য ৮৯ এবং অষ্টম শ্রেণীতে ৮টি আসনের জন্য ৪১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষাদিয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ৮০টি শূন্য আসনের জন্য ৩ হাজার ১শ' ৮৪, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১শ'টি আসনের জন্য ১ হাজার ৪শ' ২৫, তৃতীয় শ্রেণীতে ১শ' ১৫টি আসনের জন্য ১ হাজার ৪শ' ৫২, চতুর্থ শ্রেণীতে ৫৫টি আসনের জন্য ৯শ' ৪২, পঞ্চম শ্রেণীতে ৪৫টি আসনের জন্য ৮শ' ৫২, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪৫টি আসনের জন্য ১ হাজার ১৫, সপ্তম শ্রেণীতে ১৫টি আসনের জন্য ৫শ' ৫৬, নবম শ্রেণীতে ২৬টি আসনের জন্য ৪শ' ৭৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ২শ' শূন্য আসনে প্রায় ১ হাজার ৫শ' এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ৪০টি আসনের জন্য ৬শ' জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ১শ' ৫০টি শূন্য আসনের জন্য ৫শ', দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬০টি আসনের জন্য ১শ' ২০, তৃতীয় শ্রেণীর ১শ'টি আসনের জন্য ৫শ', ষষ্ঠ শ্রেণীর ৩০টি আসনের জন্য ৩শ' ৫০, সপ্তম শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ১শ' ৫০, অষ্টম শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ১শ' ৫০, নবম শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ১শ' ৭৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ ঃ এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ৮০টি শূন্য আসনের জন্য ৪শ' ৬৫, ষষ্ঠ শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ১শ' ৫৫ জন, নবম শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ৫২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে।

ভিকারুননেসা নূন গার্লস হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ৪শ' শূন্য আসনের জন্য ১০ হাজার শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

আদর্শ উদয়ন স্কুল ঃ কেজি ওয়ানের ২শ' শূন্য আসনের জন্য ১ হাজার শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই-স্কুল ঃ এ স্কুলের আয়োজনে গত ৭ ও ৮ই জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। এ পরীক্ষা উপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর ১শ' ৪০টি আসনের জন্য ৯৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭০টি আসনের জন্য ৩৬টি, তৃতীয় শ্রেণীর ৬০টি আসনের জন্য ৩৪টি, চতুর্থ শ্রেণীর ৫০টি আসনের জন্য ৩০টি, পঞ্চম শ্রেণীর ১শ'টি আসনের জন্য ৪৫টি, ষষ্ঠ শ্রেণীর ১শ' ৬০টি আসনের জন্য ১শ' ৮৫টি, সপ্তম শ্রেণীর ৫টি আসনের জন্য ৩২টি, অষ্টম শ্রেণীর ৪০টি আসনের জন্য ৪৩টি, নবম শ্রেণীর ৫টি আসনের জন্য ৬০টি ফরম বিক্রিহয়।

এ স্কুলের অফিস থেকে জানানো হয় ১৪ই জানুয়ারি শনিবার শূন্য আসনগুলো পূরণ করার জন্য আরেকটি ভর্তি পরীক্ষা হবে। আগের পরীক্ষার কথা অনেক অভিভাবক জানতেন না। ফলে শনিবারের পরীক্ষায় প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

মনিপুর হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ৫শ' ৩০টি শূন্য আসনের জন্য ৪ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে।

ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের ১শ' ৫০টি শূন্য আসনের জন্য ৭ হাজারের বেশি ফরম বিক্রি হয়েছে।

কামরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল ঃ এ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শূন্য আসনগুলোয় ছাত্রী ভর্তি করা হবে। তৃতীয় শ্রেণীতে ৩০টি এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ১/১৫টি সিট খালি আছে। ১৩ই জানুয়ারি শুক্রবার পর্যন্ত ফরম দেয়া হবে।

মতিঝিল বয়েজ হাইস্কুল ঃ গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত এ স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ফরম দেয়া হয়। বিকেল ও সন্ধ্যায় কয়েকবার চেষ্টা করেও এবারের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। এবার প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। গতবার প্রথম শ্রেণীর ১শ' ৫০টি শূন্য আসনের জন্য ৩ হাজার পরীক্ষার্থী এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ৫০টি আসনের জন্য ৯শ' পরীক্ষার্থী অংশ নেয়।

মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ঃ কয়েকবার যোগাযোগ করেও ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য জানা যায়নি। একজন পরীক্ষার্থী জানায়, নবম শ্রেণীতে ২২টি শূন্য আসনের জন্য প্রায় ৩শ' শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে।

বিপরীত চিত্র

সরকারি প্রাথমিক তথ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা শহরে সর্বমোট সর-কারি স্কুলের সংখ্যা ৩শ' ২৫টি, বেসর-কারি স্কুলের সংখ্যা অর্ধশত এবং কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা প্রায় ৫শ'।

বিভিন্ন স্কুল থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা গেল, ১২ থেকে ১৫টি নামকরা স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাবার জন্য অভিভাবকদের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে এ স্কুলগুলোর ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। কিন্তু বাকি স্কুলগুলো তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী পায় না।

ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল আজিমপুরের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত একটি স্কুল। এ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ৬০টি শূন্য আসনের জন্য ২৮, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১০টি আসনের জন্য ১০, তৃতীয় শ্রেণীর ৪১টি আসনের জন্য ১৮, চতুর্থ শ্রেণীর ২৫টি আসনের জন্য ২৩, পঞ্চম শ্রেণীর ২৫টি আসনের জন্য ২১, ষষ্ঠ শ্রেণীর ২শ' ৪৫টি আসনের জন্য ১শ' ৩৪, সপ্তম শ্রেণীর ১শ' ৫০টি আসনের জন্য ২২, অষ্টম শ্রেণীর ১শ'টি আসনের জন্য ২৪, নবম শ্রেণীর ৫০টি আসনের জন্য ২৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে।

লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি বয়েজ হাইস্কুল থেকে বলা হয়, আসন খালি থাকায় সারাবছরই তারা ছাত্র ভর্তি করায়। এজন্য এ স্কুলের কর্মকর্তারা ভর্তি সংক্রান্ত কোন তথ্য দিতে পারেননি। তারা বলেন, অনেক স্কুল চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী পায় না।

মতিঝিল পোস্ট অফিস হাইস্কুলের কার্যালয় থেকে বলা হয়, ভর্তির ব্যাপারে এ স্কুলের ওপর তেমন চাপ নেই। যতগুলো আসন খালি পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও তার সমান বলে জানানো হয়।

গুলশান মডেল হাইস্কুলের কার্যালয় থেকে জানানো হয়, তাদের মোট ২শ' আসনের জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩শ' কিংবা ৩শ' ৫০ জন।

সমস্যার সমাধান

হাতেগোনা কয়েকটি স্কুলের শিক্ষার মান উচু হওয়াতে এ স্কুলগুলোর ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। সকল স্কুলের শিক্ষার মান একই পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে গুটিকতক স্কুলের ওপর চাপ পড়বে না এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই পাবেন।

এ ব্যাপারে ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন ঃ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির যে সংকটের কথা বলা হয় সে সংকট সৃষ্টি হয় ভাল স্কুলে ভর্তি হবার জন্য বিপুল প্রতিযোগিতার ফলে। কিন্তু এর পাশাপাশি অনেক স্কুল তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে সকল স্কুলের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।